7180 - শিশুদের নাম রাখার আদবসমূহ

প্রশ্ন

আমি আমার ছেলের নাম রাখতে চাই। এ সংক্রান্ত ইসলামী আদবগুলো কি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

নিঃসন্দেহে নামের বিষয়টি মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্যতম। কারণ কারো নাম হচ্ছে তার পরিচায়ক ও তাকে নির্দেশক। তার সাথে যোগাযোগ করা ও তার পক্ষ থেকে যোগাযোগ করার জন্য নাম জরুরী। নাম ব্যক্তির শোভা ও প্রতীক; যা দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে ডাকা হবে। নাম ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয় তুলে ধরে ও নির্দেশ করে যে, সে অমুক ধর্মের অনুসারী। মানুষের সহজাত প্রবৃত্ততিে নামের নানা রকম বিবেচনা ও নির্দেশনা রয়েছে। মানুষের কাছে নাম পোশাকের মত। খাটো হলেও খারাপ দেখায়, আবার লম্বা হলেও খারাপ দেখায়।

যে কোন নাম রাখার মূলবিধান হচ্ছে– বৈধতা। তবে কিছু কিছু নামের ব্যাপারে শরয়ি নিষেধাজ্ঞা থাকায় সেগুলো পরিহার করা বাঞ্ছনীয়; যেমন:

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আব্দ বা দাস হিসেবে নামে নাম রাখা; সেটা কোন প্রেরিত নবীর দাস হোক কিংবা কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতার দাস হোক। কোন অবস্থায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আব্দ বা দাস হিসেবে নাম রাখা জায়েয নয়। গাইরুল্লাহ্র আব্দ বা দাস হিসেবে যেসব নাম রয়েছে; যেমন- عبد النبي (আব্দুন নবী বা নবীর দাস), عبد الأمير (আব্দুল আমির বা আমীরের দাস), ইত্যাদি যে নামগুলোতে গাইরুল্লাহ্-র দাস হওয়া বা অনুগত হওয়ার অর্থ রয়েছে। কেউ নিজে এভাবে নাম গ্রহণ করলে কিংবা তার পরিবার এভাবে তার নাম রাখলে সে নাম পরিবর্তন করা ওয়াজিব। মর্যাদাবান সাহাবী আব্দুর রহমান বিন আওফ বলেন: আমার নাম ছিল "عبد عمرو" (আব্দ আমর বা আমরের দাস) - অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে عبد الكعبة (আব্দুল কাবা বা কাবার দাস)। আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নাম রাখলেন: 'আব্দুর রহমান'।[মুসতাদরাকে হাকিম (৩/৩০৬) এবং যাহাবী তাঁর সাথে সহমত পোষণ করেছেন]

আল্লাহ্র কোন খাস নামে নাম রাখা। যেমন কারো নাম রাখা: আল-খালেক, আর্-রাযেক, আর্- রব্ব বা আর্-রহমান ইত্যাদি যেগুলো আল্লাহ্র খাস নাম। কিংবা এমন নাম রাখা যে বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো হতে পারে না; যেমন- ملك الملوك (মালিকুল মুলুক বা রাজাধিরাজ) কিংবা القاهر (আল-কাহের বা পরাভূতকারী) ইত্যাদি। এ ধরণের নাম রাখা হারাম এবং কারো

এ ধরণরে নাম থাকলে পরবির্তন করে নয়ো ওয়াজবি। যহেতেু আল্লাহ্ বলছেনে: "আপনি কি তাঁর সমনাম কাউকে জাননে?"[সূরা মারয়িাম, আয়াত: ৬৫]

যসেব নাম বধির্মী বা কাফরে সম্প্রদায়রে খাস নাম সসেব নাম রাখা। অর্থাৎ যে নামগুলো দয়িে শুধু তাদরেকইে বুঝায় অন্যদরেকে নয়। যমেন- عبد المسيح (আব্দুল মসহি বা মসহি-র দাস), بطرس (বুতরাস বা পটিার), جرجس (জুরজাস বা জর্জ) ইত্যদি কুফরি ধর্ম নর্দিশেক নামসমূহ।

আল্লাহ্ ব্যতীত যসেব প্রতমিা বা তাগুতরে পূজা করা হয় তাদরে নামে নাম রাখা। যমেন- শয়তানরে নামে নাম রাখা ইত্যাদি।

উল্লখেতি কোন নাম রাখা জায়যে নয়; বরং হারাম। যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত নামগুলোর কোন একটকিে নজিরে নাম হসিবেে গ্রহণ করছেনে কংিবা অন্য কউে তার নাম রখেছেনে তার কর্তব্য হচ্ছে সে নাম পরবির্তন করা।

যে সব নাম সহজাত প্রবৃত্তরি কাছে অপছন্দনীয় সসেব নাম রাখা মাকরুহ। এসব নামরে খারাপ অর্থরে কারণে কংিবা হাসি-ঠাট্টার উদ্রকে করার কারণে। তাছাড়া এতে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ভাল নাম রাখার যে নর্দিশে সটোও লঙ্ঘতি হয়। যমেন কারো নাম রাখা 'হারব' (যুদ্ধ), 'রাশ্শাশ' (মশেনি গান), কংিবা 'হায়াম' (উটরে বশিষে রোগ), ইত্যাদি যে নামগুলোর অর্থ অসুন্দর ও ঘৃণতি।

জবৈকি চাহদিা ও উত্তজেনার অর্থ বহন করে এমন নাম রাখা মাকরুহ। মহলিাদরে নাম রাখার ক্ষত্রেে এ বষিয়টি বশেি ঘটে থাকে। যমেন- কছিু কছিু মহলিার নামরে মধ্যে যৌন বশৈষ্ট্যিরে উল্লখে পাওয়া যায়।

জনেশ্রুনে গায়ক-গায়কিা, নায়ক-নায়কিা বা এ ধরণরে পাপে নমিজ্জতি লোকদরে নামে নাম রাখা মাকরুহ। যদি তাদরে নামগুলো সুন্দর অর্থবহ হয় তাহলে সইে সুন্দর অর্থরে কারণে তাদরে নামে নাম রাখা জায়যে হতে পার; তাদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ কংিবা তাদরে অনুকরণ হসিবেে নয়।

যে সকল নামরে মধ্যে পাপ ও সীমালঙ্ঘনরে অর্থ রয়ছেে সসেব নামে নাম রাখা মাকরুহ। যমেন- সারক্বে (চোর), জালমে (অন্যায়কারী)। কংিবা মশিররে ফরোও ও অন্যান্য পাপষ্ঠিদরে নামে নাম রাখা; যমেন- ফরোউন, হামান, ক্বারুন।

যে সকল প্রাণী নকৃিষ্ট স্বভাবরে জন্য প্রসদ্ধি সসেব প্রাণীর নামে নাম রাখা মাকরুহ। যমেন- গাধা, কুকুর, বানর ইত্যাদি।

ইসলাম বা দ্বীন শব্দরে সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে নাম রাখা মাকরুহ। যমেন- নুর উদ্দীন, শামছুদ্দীন কংিবা নুরুল ইসলাম, শামছুল ইসলাম। কারণ এর মাধ্যমে ব্যক্তকিে তার প্রাপ্যরে চয়েে বশেি অধকিার দয়ো হয়। সলফে সালহেীন আলমেগণ নজিরো এ ধরণরে উপাধতিে ভূষতি হতে অপছন্দ করতনে। ইমাম নববী (রহঃ) কে محي الدين (মুহি উদ্দীন বা ইসলাম ধর্মরে পুনর্জীবতিকারী) উপাধতিে ডাকা হলে তনিি তা অপছন্দ করতনে। অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা তার ক্ষত্রেে

تقي الدين (তকী উদ্দীন বা ইসলাম ধর্মরে ধার্মকি) উপাধতিে ডাকাকে অপছন্দ করতনে। তনিি বলতনে: কন্িতু, আমার পরবিার আমাকে এ উপাধি দয়োয় সটো মশহুর হয়ে গছে।

আব্দ শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দকে "আল্লাহ্" শব্দরে সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে নাম রাখা মাকরুহ। যমেন- হাসাবুল্লাহ্/হাসাব উল্লাহ্, রহমতুল্লাহ্/রহমত উল্লাহ্ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে রাসূল শব্দরে সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে নাম রাখাও মাকরুহ।

ফরেশেতাদরে নামে নাম রাখা মাকরুহ। অনুরূপভাবে কুরআনরে সূরাসমূহরে নামে নাম রাখাও মাকরুহ। যমেন- ত্বহা, ইয়াসীন ইত্যাদি। এ নামগুলো 'হুরুফে মুকাত্ত্বাআ' (বচ্ছিন্নি বর্ণমালা); রাসূলরে নাম নয়।[দখেুন: ইবনুল কাইয়্যমে এর 'তুহফাতুল মাওদূদ' পৃষ্ঠা-১০৯]

শুরু থকেে এ নামগুলো দয়িে নাম রাখা মাকরুহ। কন্িতু, যার পরবিার তার জন্য এ ধরণরে কোন নাম রখেছে, এখন সে বড় হয়ছে এবং এ নাম পরবির্তন করা তার পক্ষে কঠনি তার জন্য নাম পরবির্তন করা আবশ্যকীয় নয়।

নামসমূহরে চারটি স্তর:

প্রথম স্তর: 'আব্দুল্লাহ্' ও 'আব্দুর রহমান' এ দুটি নাম। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সহহি সনদে সাব্যস্ত হয়ছে য, তনিি বলনে: "আল্লাহ্র কাছে সর্বাধকি প্রয়ি নাম হচ্ছ- আব্দুল্লাহ্ ও আব্দুর রহমান।[সহহি মুসলমি (১৩৯৮)]

দ্বতিীয় স্তর: আল্লাহ্র আব্দ বা দাসত্ব অর্থজ্ঞাপক সকল নাম। যমেন- আব্দুল আযযি (আল-আযযিরে দাস), আব্দুর রহীম (আর-রহীমরে দাস), আব্দুল মালকি (আল-মালকিরে দাস), আব্দুল ইলাহ (আল-ইলাহ-এর দাস), আব্দুস সালাম (আস-সালামরে দাস) ইত্যাদি যে নামগুলোতে আল্লাহ্র দাসত্বরে অর্থ রয়ছে।

তৃতীয় স্তর: নবীগণ ও রাসূলগণরে নামসমূহ। নঃিসন্দহেে তাঁদরে মধ্যে সর্বোত্তম ও সবচয়েে মর্যাদাবান হচ্ছনে আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর নামসমূহরে মধ্যে রয়ছে- আহমাদ। এর পররে স্তরে রয়ছেনে- 'উলুল আযম' শ্রণেীর রাসূলগণ। তাঁরা হচ্ছনে- ইব্রাহমি (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) ও নূহ (আঃ)। তাঁদরে পরে অন্য সকল নবী ও রাসূল।

চতুর্থ স্তর: আল্লাহ্র নকেকার বান্দাগণরে নাম। তাঁদরে মধ্যে সর্বপ্রথম আসবে সাহাবীদরে নাম। তাঁদরে অনুকরণ ও উচ্চ মর্যাদা লাভরে আশায় তাঁদরে সুন্দর নামগুলো দয়িে নাম রাখা মুস্তাহাব।

পঞ্চম স্তর: প্রত্যকে সুন্দর ও সঠকি অর্থবোধক ভাল নাম।

নাম রাখার সময় কছিু বষিয় খয়োল রাখা ভাল; যমেন-

১। এ বষিয়টি অনুধাবন করা যে, সন্তান এ নামটি আজীবন ধারণ করবে। এ নামরে কারণে হয়তো তাকে বব্রিতকর পরস্থিতিি ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। যার ফলে তার পতিার প্রতি বা মাতার প্রতি কংিবা যে ব্যক্তি তার নামটি রখেছে সে ব্যক্তরি প্রতি তার খারাপ মনোভাব হবে।

২। অনকেগুলো নামরে মধ্য থকেে সন্তানরে জন্য একটি নাম নর্িবাচন করার সময় কয়কেটি দকি ববিচেনা করা উচতি। স্বয়ং নামটি উপযুক্ত কনিা? এ নামটি একজন শশিুর নাম, একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবকরে নাম, একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ও পতিার নাম হসিবে কমেন হবে? এ নাম দয়িে উপনাম তরৈী করলে (অমুকরে পতিা) কমেন হবে? পতিার নামরে সাথে মলিয়িে লখিলে (অমুক বনি অমুক) কমেন হবে? ইত্যাদি।

৩। সন্তানরে নাম রাখা পতিার শরয়ি অধকিার। যহেতেু পতিার দকিে সন্তানকে সম্বন্ধতি করা হবে। কন্িতু পতিার জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে নাম নর্িবাচনে মাকওে অংশীদার করা এবং মায়রে মতামত নয়ো যাতে করে নামটি সুন্দর হলে মা এতে সন্তুষ্ট থাকনে।

৪। সন্তানকে তার পতিার দকিইে সম্বন্ধতি করা ওয়াজবি; পতিার মৃত্যু হলওে কংিবা তালাকদাতা হলওে। এমনকি পতিা যদি সন্তানরে প্রতপিালনরে দায়ত্বি না নয়ে কংিবা আদৌ তাকে না দখেে তবুও। সন্তানকে তার পতিা ছাড়া অন্য কারো সন্তান হসিবে পরচিয় দয়ো হারাম; শুধুমাত্র এক অবস্থা ছাড়া। সটো হচ্ছে- যদি ব্যভচিাররে কারণে কোন সন্তানরে জন্ম হয়; আমরা আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সক্ষেত্রে সন্তানকে তার মায়রে দকিে সম্বন্ধতি করা হবে। তাকে তার পতিার দকিে সম্বন্ধতি করা জায়যে হবে না।